তারিখ 22 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

চারুকলায় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

আনোয়ার হোসেন খান

বাংলাদেশের সৃজনশীলতার বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভূমিকা অপরিসীম। শিল্পচর্চার ধারায় এর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। কিন্তু বিভিন্ন সময়েই এই শিল্প শিক্ষালয়কে ঘিরে নানারকম অনিয়মের কথা শোনা যায়। মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগের দৃষ্টান্তও আছে। এবার অভিযোগ উঠেছে, চারুকলার অঙ্কন ও চিত্রায়ন বিভাগের সদ্য প্রস্তাবিত প্রভাষক নিয়োগে।

চারুকলায় এর আগের নিয়োগ-দুর্নীতির মতোই, এবার ড্রইং ও পেইন্টিং বিভাগে এই প্রভাষক নিয়োগ নিয়ে একাধিক মহলের তৎপরতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যে তৎপরতায় দুর্বল হতে বসেছে বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম। এক্ষেত্রে অনিয়ম শুরু হয়েছে একেবারে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রদান পর্যায় থেকে। অযোগ্য এবং অমেধাবী দলীয় প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সূক্ষ্ম কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায়, শিক্ষক নিয়োগে প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে চারটি প্রথম শ্রেণী। অর্থাৎ প্রার্থীকে তার শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন পরীক্ষায় অন্তত চারটি প্রথম শ্রেণীর অধিকারী হতে হবে।

চারটি প্রথম শ্রেণী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নিয়োগ হবে না- বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এ নিয়ম ভঙ্গ করে, এর সঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি শর্ত সংযোজন করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। পৃথক দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ অবদানের জন্য প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। মূলত এই 'বিশেষ অবদান' কথাটির মধ্যেই কারচুপির সূত্রপাত। সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনেক শিক্ষকই বলছেন যে, যেখানে প্রত্যাশিত চারটি প্রথম শ্রেণীর অধিকারী প্রায় দশের অধিক যোগ্য প্রার্থী আছে- সেখানে বিশেষ কোনো প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদানের অসৎ উদ্দেশ্যে, বিজ্ঞাপনে এমন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিজ পছন্দের কোনো বিশেষ প্রার্থী, যার তিনটি প্রথম শ্রেণী- তাকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য এমন অনিয়ম করা হয়েছে, এ অভিযোগ উঠেছে খোদ অঙ্কন ও চিত্রায়ন বিভাগের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে একই বিভাগের প্রবীণ আরেক শিক্ষকের নামও শোনা গেছে দলীয় প্রার্থীকে মনোনয়নের তৎপরতার জন্য; যে প্রার্থীরও একটি প্রথম শ্রেণীর অভাব রয়েছে। শুধু এ পর্যন্তই শেষ নয়, প্রথমে একজন প্রভাষক নিয়োগ প্রদানের অনুমোদন হলেও, এরই মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশেষ প্রার্থীকে চাকরি প্রদানের উদ্দেশ্যে পৃথক আরেকটি পদও সৃষ্টি করা হয়েছে। তত্ত্বীয় পাঠদানের জন্য যে পদটি পরবর্তীতে ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু সেই বিশেষ প্রার্থীর নানামুখী চাপে এই পদটির জন্য এখনই তৎপরতা চালানো হচ্ছে। জানা গেছে, তারও প্রাথমিক যোগ্যতার চারটি প্রথম শ্রেণী নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে, অনেক যোগ্য এবং মেধাবী ফলসম্পন্ন প্রার্থী আছেন, যাদের প্রত্যেকেরই চারটি প্রথম শ্রেণীসহ রয়েছে শিল্পচর্চায় মেধার স্বাক্ষর। এসব যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিশেষ দুই ব্যক্তিকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চলছে। যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে অনুমদিত চারটি প্রথম শ্রেণীর বাধ্যতামূলক নিয়মকে সুকৌশলে ভঙ্গ করার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত 'বিশেষ অবদান' কথাটির প্রকৃত অর্থ কী- তা শিক্ষক-প্রার্থী কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেননি।

এর আগে চারুকলায় এক প্রথম শ্রেণীওয়ালা প্রার্থীকেও দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। যতদূর জানা যায়, চারুকলার শিক্ষক নিয়োগে এ পর্যন্ত হয়ে আসা অনিয়মে কম যোগ্যতাসম্পন্ন যে প্রার্থীরা নিয়োগ পেয়েছেন- তারা বরাবরই সব সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সিদ্ধহস্ত। কারণ যাদের যোগ্যতা কম, তারা স্বাভাবিকভাবেই অপতৎপরতার পথ বেছে নেন। যে অপতৎপরতা মেধাবীদের বঞ্চিত করে প্রাপ্য সুযোগ থেকে। চারুকলার শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে একই কারণে। যা আমাদের শিল্পচর্চার ধারাকেও নস্যাৎ করবে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করেন। বাংলাদেশের শিল্পচর্চার পীঠস্থানে এমন অনিয়ম মোটেও শিল্পমনস্ক নয় বরং ধ্বংসাত্মক। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে এমন অনিয়ম বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সচেতন পদক্ষেপ প্রয়োজন।

○ ঢাকা